বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮

তারিখ: ০৫ পৌষ, ১৪৩০ / ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

‘ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) গাইডলাইন্স’ প্রসঙ্গে

ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) বাংলাদেশে আর্থিক খাতের জন্য একটি নতুন ধারণা। এ ব্যবস্থায় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত অংশীদারিত্ব (এজেন্সি) চুক্তির আওতায় তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বীমা কোম্পানির বীমাপণ্য বিপণন ও বিক্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির পারস্পরিক সহযোগিতায় অতিরিক্ত কোন ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতিরেকে উভয়ই আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকৃত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। কার্যতঃ গ্রাহকদের One Stop Financial Service এর মাধ্যমে কোন তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি বীমাপণ্য বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম হবে। ব্যাংকাসুরেন্স প্রবর্তনে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) ত্বরান্বিত হবে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৭(১)(ল) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ হতে সকল তফসিলি ব্যাংক বীমা কোম্পানির ‘কর্পোরেট এজেন্ট’ হিসেবে বীমাপণ্য বিপণন ও বিক্রয় ব্যবসায় নিয়োজিত হতে পারবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক তফসিলি ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স অর্থাৎ বীমাপণ্য বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে পারবে। এক্ষণে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্ত ‘ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স’ (বাংলা ও ইংরেজি) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। ব্যাংকাসুরেন্স (Bancassurance) ব্যবসায় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত এ গাইডলাইন্স অনুসরণের জন্য আপনাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

৪। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি: ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স (বাংলা)

(মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স

(ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য)

ডিসেম্বর ২০২৩

সাচিবিক কার্যক্রম
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স

উপদেষ্টা

আবু ফরাহ মোঃ নাছের,
ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

কমিটির সদস্যগণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বিভাগ/প্রতিষ্ঠান	দায়িত্ব
১	জনাব মাকসুদা বেগম	নির্বাহী পরিচালক	বাংলাদেশ ব্যাংক	আহবায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী	পরিচালক (বিআরপিডি)	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩	জনাব ড. মোঃ ইসমাইল হোসেন	অতিরিক্ত পরিচালক	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৪	জনাব সাদরিল আহমেদ	অতিরিক্ত পরিচালক	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৫	জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম	পরিচালক (উপসচিব)	বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৬	নাসির উদ্দিন আহমেদ	প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট	বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (বিআইএ)	সদস্য
৭	জনাব মিয়া মোহাম্মদ রবিউল হাসান	হেড অব ওয়েলথ্ ম্যানেজমেন্ট	প্রাইম ব্যাংক পিএলসি	সদস্য
৮	জনাব মোঃ আশানুর রহমান	চিফ ইকোনোমিস্ট ও কান্ট্রি বিজনেস ম্যানেজার	সিটি ব্যাংক পিএলসি	সদস্য
৯	জনাব সাদেক জামান	এসোসিয়েট ডাইরেক্টর	PricewaterhouseCoopers (PwC) Bangladesh Pvt. Ltd.	সদস্য
১০	জনাব ইশতিয়াক মাহমুদ	হেড অব ব্যাংকাসুরেন্স	গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড	সদস্য
১১	জনাব ওয়াফি শফিক মিনহাজ খান	ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর	গ্রীন ডেলটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড	সদস্য
১২	জনাব মুহাম্মদ আসিফ শাম্স	হেড অব ব্যাংকাসুরেন্স	Metlife Bangladesh	সদস্য
১৩	জনাব তানমি হক	হেড অব ওয়েলথ্ ম্যানেজমেন্ট	স্ট্যান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক	সদস্য
১৪	জনাব মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান	অতিরিক্ত পরিচালক	বিআরপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য সচিব

সূচীপত্রঃ ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ ১
২। অনুমোদনঃ ১
৩। সংজ্ঞাঃ ১
৪। ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসার জন্য যোগ্যতার মানদন্ডঃ ২
৫। আবেদন পদ্ধতিঃ ২
৬। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) কর্তৃক কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্স প্রদানঃ ২
৭। ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি, সংশোধন, নবায়ন এবং বাতিলঃ ৩
৮। ব্যাংকের জন্য পরিপালনীয় আচরণ বিধিঃ ৩
৯। চীফ ব্যাংকাস্যুরেন্স অফিসারের যোগ্যতাঃ ৪
১০। ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসারের যোগ্যতাঃ ৪
১১। দাবি প্রক্রিয়াকরণঃ ৪
১২। বিতরণ চ্যানেলঃ ৪
১৩। গ্রাহকের চাহিদা বিশ্লেষণঃ ৫
১৪। কমিশনঃ ৫
১৫। ব্যাংকাসুরেন্সের গ্রাহকঃ ৫
১৬। ভোক্তার সুরক্ষাঃ ৫
১৭। ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনঃ ৬
১৮। বার্ষিক ও মেয়াদি আর্থিক বিবরণী প্রকাশঃ ৬
১৯। ব্যাংকের পরিষেবা পর্যবেক্ষণঃ ৬
২০। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাঃ ৬
২১। গাইডলাইন্স সংশোধন করার ক্ষমতাঃ ৬

পরিশিষ্ট - ১ ..... ৭
পরিশিষ্ট - ২ ..... ৮
পরিশিষ্ট - ৩ ..... ৯

মুখবন্ধ

সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি নম্বর: বিআরপিডি(ডি-১)/ইউবিপিএস/৭৬১/২০২৩-১০৭২২, তারিখ: ১২/১২/২০২৩ এর মাধ্যমে ব্যাংকাসুরেন্স একটি অনুমোদিত কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে কার্যরত ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানিসমূহ যৌথ সহযোগিতায় কোন অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ ব্যতিরেকে কমিশন-ভিত্তিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকৃত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে। ব্যাংকাসুরেন্স একটি নতুন ব্যবসা পদ্ধতি এবং ব্যাংক-বীমা খাতের যৌথ উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ ব্যাংক এ নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করেছে। উক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ ও ব্যাংকসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে তথা বাংলাদেশে ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা সহজীকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক 'ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স' নামে নির্দেশিকা জারি করেছে।

এই গাইডলাইনের মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকাসুরেন্স বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন ও তদারকি (Supervisory) কাঠামো প্রতিষ্ঠা, ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক তথ্যাদি ব্যবহার করে বীমাপণ্য বিতরণের মাধ্যমে বীমা খাতে প্রবেশের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি, ব্যাংকিং ও বীমা পরিষেবার বিস্তৃতি এবং একটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত আর্থিক কাঠামোর আওতায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিস্তার, বীমার আওতায় ভোক্তার নিরাপত্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্বের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা এবং ব্যাংকাসুরেন্সের জন্য ওয়ান স্টপ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ব্যাংকাসুরেন্স প্রবর্তনের ফলে ব্যাংকসমূহ তাদের বিস্তৃত শাখা নেটওয়ার্ক ও গ্রাহকের তথ্যাদি ব্যবহার করে বীমাপণ্য বিতরণের মাধ্যমে বীমা খাতের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। এটি নিম্নোক্ত খাতসমূহে অবদান রাখবে:

ক) অবীমাকৃত ব্যক্তিদের বীমার আওতায় অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ;
খ) ব্যাংকিং ও বীমা পরিষেবার জন্য ওয়ান স্টপ বিপণন কেন্দ্র চালুকরণ;
গ) ব্যাংকিং খাতে কমিশন/ফি আয় বৃদ্ধি;
ঘ) বীমা কোম্পানির জন্য একটি দ্রুত এবং তাৎক্ষণিক বিতরণ চ্যানেল উন্মোচন ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদ্যমান বিধি-বিধানের ন্যূনতম পরিবর্তনের আবশ্যকতা বিবেচনায় নিয়ে প্রাথমিকভাবে কর্পোরেট এজেন্ট/ডিস্ট্রিবিউটর মডেল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। অধিকন্তু, প্রাথমিকভাবে একটি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর (sandbox) অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করার পর উপযুক্ত ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানিসমূহের জন্য ব্যাংকাসুরেন্সের অনুমোদন প্রদান করা সমীচীন হবে।

ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন সূত্র নং-বিআরপিডি(ডি-১)/ইউবিপিএস/৭৬১/২০২৩-১০৭২২ অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৭(১)(ল) ধারার অধীন বীমাপণ্য বিপণন ও বিক্রয় ব্যাংকের জন্য একটি বৈধ ব্যবসা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাছাইকৃত ব্যাংকসমূহকে বীমা ব্যবসা করার অনুমতি প্রদানে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিম্নলিখিত গাইডলাইন্স জারি করা হলো:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:

অত্র গাইডলাইন্স "ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স (ব্যাংকের জন্য প্রযোজ্য)" নামে অভিহিত হবে।

২। অনুমোদন:

বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (IDRA) হতে কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স অর্থাৎ বীমাপণ্য বিপণন/বিক্রয় কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে পারবে না।

৩। সংজ্ঞা:

কোন বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্সে ব্যবহৃত শব্দ বা পরিভাষাসমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে:

ক) "ব্যাংকাসুরেন্স" অর্থ ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট বীমাপণ্য বিপণন/বিক্রয় করবে;

খ) "ব্যাংকাসুরেন্স এজেন্সি চুক্তি" অর্থ ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি বৈধ চুক্তি যার অধীনে ব্যাংক 'বীমা আইন-২০১০', 'ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১' এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধি-বিধানসমূহ সমুন্নত রেখে বীমাকারীর কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে;

গ) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৫(ণ) ধারায় সংজ্ঞায়িত ব্যাংক;

ঘ) "বীমা কোম্পানি" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ এর অধীন বীমাকারী হিসেবে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি;

ঙ) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের পিও অর্ডার নং ১২৭) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

চ) "চীফ ব্যাংকাসুরেন্স অফিসার" অর্থ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা বৃদ্ধি, আয় নিশ্চিতকরণ, অপারেশন, পরিষেবা, প্রশিক্ষণ এবং ব্যাংকের প্রত্যাশিত আয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি সময়ে সময়ে সম্ভাব্য পর্যালোচনাসহ ব্যাংকের ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ করবেন;

ছ) "ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার" অর্থ নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক এলাকায় বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ব্যাংকিং চ্যানেলে বীমাপণ্য সংগ্রহ, বিতরণ, বিপণন/বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদানে ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

জ) "ব্যাংকাসুরেন্স অফিসার" অর্থ বীমা ব্যবসার আবেদন এবং/অথবা বীমা ব্যবসা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা;

ঝ) "বীমাকৃত" অর্থ একজন ব্যক্তি বা সংস্থা যার স্বার্থ বীমা আইন, ২০১০ এর ২(২৬) ধারায় সংজ্ঞায়িত বীমা পলিসি দ্বারা আবৃত;

ঞ) "প্রত্যক্ষ বিক্রয় মডেল (Direct Sales Model)" অর্থ একটি নির্দিষ্ট ব্যাংকাসুরেন্স বিতরণ মডেল যেখানে ব্যাংক তার নিজস্ব জনবল ও ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে বীমাপণ্যসমূহ প্রচার ও বিতরণ করবে;

ট) এ গাইডলাইন্সে সংজ্ঞায়িত নয় এমন সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১, বীমা আইন ২০১০ ও অন্যান্য প্রচলিত আইন বা প্রবিধানে নির্ধারিত অর্থ নির্দেশ করবে।

৪। ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসার জন্য যোগ্যতার মানদন্ডঃ

ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ব্যাংককে নিম্নলিখিত মানদন্ড পরিপালন করতে হবে:

ক) Capital Conservation Buffer-সহ Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR) ১২.৫ শতাংশ অপেক্ষা কম হবে না; সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ হার পরিবর্তন করা হলে তা যথা নিয়মে কার্যকর হবে।

খ) Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III) অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট রেটিং গ্রেড ২ এর কম হবে না;

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত CAMELS রেটিং ন্যূনতম ২ হতে হবে;

ঘ) নীট খেলাপী ঋণের (NPL) হার ৫ শতাংশের অধিক হবে না;

ঙ) একাদিক্রমে (Consecutive) ৩ বছরের নীট মুনাফা ধনাত্মক (Positive) থাকতে হবে;

চ) স্ব স্ব পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত একটি কার্যকর ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থাকতে হবে;

ছ) ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকাসুরেন্স ইউনিট/উইং পরিচালনার লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত দক্ষ ও উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে কি না এতদ্‌বিষয়ক প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে;

জ) ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ ধারা ২৬(গ) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির যৌথ সুবিধাভোগী মালিকগণ ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার জন্য যোগ্য হবেন না;

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য যেকোন দলিলাদি দাখিল করতে হবে।

৫। আবেদন পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাংককে আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল করতে হবে:

ক) ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা পরিচালনার অনুমোদন সংক্রান্ত পরিচালনা পর্ষদের রেজুলেশনের কপি;

খ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাংকের নিজস্ব প্রণীত ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স;

গ) ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসার পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

ঘ) আচরণ বিধি (Code of Conduct) ঘোষণা এবং পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত নির্ধারিত ছকে ব্যাংক ও বীমাকারীর তথ্যাদি প্রদান;

ঙ) ব্যাংক এবং বীমাকারীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ব্যাংকাসুরেন্স এজেন্সি চুক্তিপত্রের একটি অনুলিপি (যার বিষয়বস্তু পরিশিষ্ট-৩ এ উল্লেখ রয়েছে) যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের Legal Retainer এবং বীমাকারী দ্বারা যাচাইকৃত:

চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি।

ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসায় জড়িত কোন পক্ষের (ব্যাংক ও বীমা) দ্বারা যদি কোন গ্রাহকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা কোন কার্যক্রম দেশে প্রচলিত আইন বা প্রবিধানের পরিপন্থী হয়, তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসার অনুমোদন স্থগিত, বরখাস্ত বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৬। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA) কর্তৃক কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্স প্রদানঃ

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্সের জন্য বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করবে এবং IDRA হতে লাইসেন্স প্রাপ্তির অব্যবহিত ১৫ দিনের মধ্যে লাইসেন্সের অনুলিপিসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে।

খ) কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্স অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক IDRA এর সকল বিধি-বিধান পরিপালন করবে।

৭। ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি, সংশোধন, নবায়ন এবং বাতিল:

ক) ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তির যে কোন ধরনের সংশোধন বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে করতে হবে;

খ) ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তিতে ব্যাংক বীমাকারীর সাথে কোন স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ (Exclusive Clause with entry/exit barrier), বা অন্য যে কোন নামেই অবহিত হোক না কেন অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

গ) চুক্তির মেয়াদান্তে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তির নবায়ন বা মেয়াদ বাড়ানো বা অনিয়মিত করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে;

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি বাতিল করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে। এছাড়াও, ব্যাংক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পরিপালন করবে:

১) সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাংক কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

২) বীমাপণ্যের মেয়াদোত্তীর্ণ বা চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সিস্টেম/ক্যাটালগ হতে অপসারণ।

ঙ) চুক্তি বাতিলকরণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১. উভয় পক্ষ দ্বারা বিদ্যমান পলিসি হোল্ডারের পরিষেবা প্রদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার নিমিত্ত বীমা কোম্পানির সাথে ব্যাংকের চুক্তি বাতিল হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বীমাপণ্য ক্রয়কারীর বিদ্যমান পলিসিগুলোর ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বীমা গ্রাহককে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে;

২. বীমার গ্রাহক বীমার মেয়াদপূর্তিতে প্রাপ্য অর্থ যেন গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব আকলনের (Credit) মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়টি ব্যাংক নিশ্চিত করবে;

৩. ব্যাংকের অনুকূলে বীমা পলিসি নবায়নের কমিশন প্রদান অব্যাহত রাখা;

৪. গ্রাহকের যে কোন অভিযোগ ব্যাংক এবং বীমাকারীর মধ্যে আদান-প্রদান এবং উভয় পক্ষের সম্মতিতে সমাধান করতে হবে।

৮। ব্যাংকের জন্য পরিপালনীয় আচরণ বিধি:

ক) প্রতি ৩ বছরান্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি পর্যালোচনা করতে হবে। বিদ্যমান চুক্তির নবায়ন বা সংশোধন করা হলে ব্যাংকসমূহ তা লিখিতভাবে নবায়ন বা সংশোধনের অব্যবহিত ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে;

খ) ব্যাংক কর্তৃক বীমা কোম্পানির সাথে নতুন চুক্তি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও IDRA হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

গ) IDRA এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসারগণের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রাপ্তির বিষয়টি ব্যাংক নিশ্চিত করবে;

ঘ) ব্যাংক কোন সম্ভাব্য বীমা গ্রাহককে কোন প্রকার অস্পষ্ট (ambiguous) তথ্য প্রদান করবে না;

ঙ) ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংকের গ্রাহকের নিকট বীমাপণ্য প্রস্তাবনা এবং/অথবা বিক্রয় না করার বিষয়টি ব্যাংক নিশ্চিত করবে;

চ) ব্যাংক সম্ভাব্য বীমা গ্রাহকগণকে বিক্রয়পূর্ব এবং বিক্রয়োত্তর পরামর্শ প্রদান করবে;

ছ) ব্যাংক চূড়ান্তদাবি নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি এবং তার মনোনীত নমিনীকে যথোপযুক্ত প্রমাণাদি এবং প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করবে;

জ) ব্যাংক বীমাকারীর বীমা সংক্রান্ত কোন ঝুঁকি গ্রহণ করবে না বা বীমাকারী হিসেবে কাজ করবে না মর্মে স্পষ্টভাবে ঘোষণা প্রদান করবে;

ঝ) ব্যাংক কোন গ্রাহককে বীমাপণ্য গ্রহণে বাধ্য করতে পারবে না। এছাড়া, কোন গ্রাহককে বীমাপণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য বীমা কোম্পানি ঘোষিত মূল্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রণোদনা (অতিরিক্ত ছাড়/নগদ ফেরত অথবা কোন প্রকার ফি বা সুদ মওকুফের মাধ্যমে) প্রদান করবে না;

ঞ) ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করবে।

৯। চীফ ব্যাংকাস্যুরেন্স অফিসারের যোগ্যতা:

ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট হতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে;
খ) ব্যাংক এবং/অথবা বীমা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
গ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদের নিম্নবর্তী ৫টি ধাপের মধ্যে যে কোন পদমর্যাদার হতে হবে;
ঘ) **ব্যাংক কোম্পানি** আইন, ১৯৯১ বা প্রচলিত অন্য কোন আইন, বিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুযায়ী কোন কর্মকর্তা অযোগ্য হলে তিনি উক্ত পদের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন না;
ঙ) IDRA কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং/অথবা সনদ থাকতে হবে;
চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন যোগ্যতা।

১০। ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসারের যোগ্যতা:

ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসারের যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট হতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে;
খ) IDRA কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং/অথবা সনদ থাকতে হবে;
গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন যোগ্যতা।

১১। দাবি প্রক্রিয়াকরণ:

দাবি নিষ্পত্তির দায়িত্ব বীমাকারীর এবং এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণীয় হবে:

ক) ব্যাংক বীমাদাবি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বীমাকারী ব্যক্তি বা নমিনী(গণ)কে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবে। বীমাদাবি নিষ্পত্তির জন্য বীমাকারীর সাথে যোগাযোগ করার প্রক্রিয়াটি ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বীমাকারীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য ব্যাংক বীমাদাবিকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবে;
খ) বীমাকারীর অনুরোধক্রমে ব্যাংক বীমাদাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং তথ্য সরবরাহে সহায়তা প্রদান করবে;
গ) বীমাকারী সরাসরি বীমাকৃত ব্যক্তি অথবা নমিনী(গণ)র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দাবি নিষ্পত্তি করবে এবং তা ব্যাংক-কে অবহিত করবে।

১২। বিতরণ চ্যানেল:

ব্যাংক নানাবিধ বিতরণ মডেল, যেমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিতরণ মডেল ব্যবহার করে নিম্নোক্ত যে কোন বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের নিকট ব্যাংকাসুরেন্স পণ্য বিক্রয়ের প্রস্তাব করতে পারবে:

ক) শাখা নেটওয়ার্ক
খ) বিক্রয় নেটওয়ার্ক (টেলিসেলস-সহ)
গ) ডিজিটাল মাধ্যম (Digital Platform)

১৩। গ্রাহকের চাহিদা বিশ্লেষণঃ

ব্যাংকাসুরেন্স এর অধীন বীমাপণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদা বিশ্লেষণ করবে। ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ান্তে (Periodical) বাংলাদেশ ব্যাংকে উপস্থাপনের জন্য নথিপত্র সংরক্ষণ করবে। ব্যাংকিং পণ্যের সাথে বীমাপণ্য বিক্রয়ের (বান্ডেল পণ্য) প্রস্তাবে আবশ্যিকভাবে বীমার বৈশিষ্ট্য এবং বীমা খরচ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ব্যাংকিং পণ্যের সাথে বীমাপণ্য ক্রয়ের বিষয়ে গ্রাহকের নিজস্ব সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া, গ্রাহকের চাহিদা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নথিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে:

ক) গ্রাহকের বীমাপণ্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাংক সঠিকভাবে নির্ধারণ করবে এবং

খ) গ্রাহকের জন্য নির্ধারিত বীমাপণ্যের যথার্থতা ব্যাংক যাচাই করবে।

১৪। কমিশনঃ

IDRA কর্তৃক নির্ধারিত প্রবিধান অনুযায়ী বীমাকারী এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক কমিশন নির্ধারিত হবে।

১৫। ব্যাংকাসুরেন্সের গ্রাহকঃ

ক) ব্যাংক ব্যাংকের হিসাব/কার্ডধারী গ্রাহককে ব্যাংকাসুরেন্স পণ্য বিক্রয়ের প্রস্তাব করতে পারবে। ব্যাংকের গ্রাহক নয় এমন কোন ব্যক্তির (Walk-in-Customers) নিকট ব্যাংকাসুরেন্স এর অধীন বীমাপণ্য বিক্রয়ের প্রস্তাব করা যাবে না। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত KYC পরিপালনপূর্বক ব্যাংকের গ্রাহক তার পরিবার যেমন: পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যাদের জন্য বীমাপণ্য ক্রয় করতে পারবে।

খ) উপরোল্লিখিত দফা-ক এর নির্দেশনা পরিপালনপূর্বক ব্যাংকাসুরেন্স পণ্য (লাইফ ইন্স্যুরেন্স) ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিক্রয় মডেল ব্যবহার করে বিক্রয় প্রস্তাব করা যাবে এবং নন-লাইফ ইন্সুরেন্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মোটর, ভ্রমণ, কৃষি ও শস্য বীমা পণ্যসমূহ ব্যাংকাসুরেন্স পণ্য হিসেবে ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিক্রয় মডেল ব্যবহার করে বিক্রয় প্রস্তাব করা যাবে।

গ) ব্যাংকাসুরেন্স গ্রুপ-লাইফ এবং গ্রুপ-হেলথ পণ্যসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত KYC পরিপালনপূর্বক প্রত্যক্ষ বিক্রয় মডেল (Direct Sales Model) অনুসরণ করে কর্পোরেট সংস্থাসমূহকে বিক্রয়ের প্রস্তাব করা যাবে।

ঘ) এই গাইডলাইন্সে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্সের কার্যপরিধি বৃদ্ধির জন্য সময় সময় গ্রাহক বেইজ (Client Base) হালনাগাদ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

১৬। ভোক্তার সুরক্ষাঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(চ) পরিপালনপূর্বক ব্যাংক বীমাকারীর সাথে গ্রাহকের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং নথিপত্র আদান-প্রদান করবে। ভোক্তার সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকাসুরেন্সে নিয়োজিত ব্যাংক:

ক) কোন গ্রাহককে বীমাপণ্য ক্রয়ে বাধ্য করতে পারবে না;

খ) গ্রাহকের পূর্বানুমোদন বা লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে প্রিমিয়ামের জন্য গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব বিকলন (Debit) করা যাবে না;

গ) ভোক্তার তথ্য-উপাত্তের গোপনীয়তা রক্ষা করবে;

ঘ) বীমাকারীর (Insurer) সম্মতি ব্যতিরেকে গ্রাহককে ভিন্ন হার, সুবিধা ও শর্তাবলী প্রস্তাব করতে পারবে না;

ঙ) গ্রাহকের অভিযোগসমূহ সঠিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি যথাযথ অভিযোগ সমাধান প্রক্রিয়া (CRM) চালু করতে হবে।

১৭। ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনঃ

একটি ব্যাংক একই সময়ে অনধিক ৩টি লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং ৩টি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।

১৮। বার্ষিক ও মেয়াদি আর্থিক বিবরণী প্রকাশঃ

ব্যাংকাসুরেন্স এর সাথে যুক্ত প্রতিটি ব্যাংক আলাদাভাবে তাদের বার্ষিক ও মেয়াদি (Periodical) আর্থিক বিবরণীতে ব্যাংকাসুরেন্স সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়সমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ নোটস (Appropriate notes) সহ প্রকাশ করবে।

১৯। ব্যাংকের পরিষেবা পর্যবেক্ষণঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকের সেবার মান (Service Levels) সময় সময় যেভাবে নির্ধারিত হবে তার আলোকে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (RMU) ব্যাংকাসুরেন্স সংক্রান্ত পরিষেবা নিশ্চিত করবে।

২০। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞাঃ

অন্য কোন আইন ও বিধানের আওতায় প্রদত্ত শাস্তি বা নির্দেশনাকে ক্ষুণ্ন না করে, বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত এক বা একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে:

ক) আলোচ্য গাইডলাইন্সের নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করতে পারবে;

খ) ব্যাংকাসুরেন্স কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি/স্থগিতাদেশ প্রদান করতে পারবে;

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

২১। গাইডলাইন্স সংশোধন করার ক্ষমতাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্সের পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স বা উক্ত গাইডলাইন্সের যে কোন অনুচ্ছেদের বিষয়ে ব্যাখ্যা বা সার্কুলার/সার্কুলার লেটার বা নির্দেশিকা জারি করতে পারবে।

পরিশিষ্ট - ১

(ব্যাংকের লেটারহেড)

ব্যাংকের নামঃ
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ

বছর	বিগত বছর ১	বিগত বছর ২	বিগত বছর ৩
মোট সম্পদ (টাকা মিলিয়ন)			
Consolidated CRAR (%)			
কর পরবর্তী নীট মুনাফা (টাকা মিলিয়ন)			
নীট NPL (%)			
ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির (CRA) নাম (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত যে কোন CRA)			
Long Term ক্রেডিট রেটিং			

আচরণ-বিধি ঘোষণাঃ

১. প্রতি ৩ বছরান্তে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি পর্যালোচনা করতে হবে। বীমাকারীর সাথে চুক্তি করার জন্য ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং IDRA থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণ করবে;
২. ব্যাংক বিদ্যমান বীমাকারীর সাথে চুক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করবে;
৩. IDRA এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসারগণের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রাপ্তির বিষয়টি ব্যাংক নিশ্চিত করবে;
৪. ব্যাংক কোন সম্ভাব্য বীমা গ্রাহককে কোন প্রকার বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করবে না;
৫. ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যাংকের গ্রাহকের নিকট বীমাপণ্য প্রস্তাবনা এবং/অথবা বিক্রয় না করার বিষয়টি ব্যাংক নিশ্চিত করবে;
৬. ব্যাংক সম্ভাব্য বীমা গ্রাহকগণকে বিক্রয়পূর্ব এবং বিক্রয়োত্তর পরামর্শ প্রদান করবে;
৭. ব্যাংক চূড়ান্তদাবি নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বীমাকৃত ব্যক্তি এবং তার মনোনীত নমিনীকে যথোপযুক্ত প্রমাণাদি এবং প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান করবে;
৮. ব্যাংক বীমাকারীর বীমা সংক্রান্ত কোন ঝুঁকি গ্রহণ করবে না বা বীমাকারী হিসেবে কাজ করবে না মর্মে স্পষ্টভাবে ঘোষণা প্রদান করবে;
৯. ব্যাংক কোন গ্রাহককে বীমাপণ্য গ্রহণে বাধ্য করবে না এবং কোন গ্রাহককে বীমাপণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য বীমা কোম্পানি প্রদত্ত মূল্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রণোদনা (অতিরিক্ত ছাড়/নগদ ফেরত অথবা কোন প্রকার ফি বা সুদ মওকুফের মাধ্যমে) প্রদান করবে না;
১০. ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করবে।

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত সব তথ্য সঠিক।

আবেদনকারীর বিবরণ	চীফ ব্যাংকাসুরেন্স অফিসার	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নাম		
স্বাক্ষর		
তারিখ		

পরিশিষ্ট - ২

(বীমা কোম্পানির লেটারহেড)

বীমা কোম্পানির নামঃ
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ

বছর	বিগত বছর ১	বিগত বছর ২	বিগত বছর ৩
গ্রস প্রিমিয়াম (Gross Premium)			
দাবি নিষ্পত্তির অনুপাত			
নীট উদ্বৃত্ত/কর পরবর্তী নীট মুনাফা (টাকা মিলিয়ন)			
বিদ্যমান গ্রাহকদের সংখ্যা			
শাখার সংখ্যা			
ক্রেডিট রেটিং			
ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির নাম			

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী, ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সঠিক।

.....
(স্বাক্ষর)
নামঃ
পদবি:প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক
তারিখঃ

পরিশিষ্ট - ৩

ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখ থাকতে হবে:

চুক্তির বিষয়বস্তুর তালিকা:

১. চুক্তির মেয়াদ
২. ব্যাংকাসুরেন্স বিতরণ পদ্ধতি (পণ্য তালিকা এবং পরিষেবা স্তরের চুক্তিসহ)
৩. ব্যাংকের দায়িত্ব
৪. বীমা কোম্পানির দায়িত্ব
৫. উভয়পক্ষের অর্পিত আইনি দায়িত্বে ছাড় না দেওয়ার চুক্তি
৬. চুক্তি বহির্ভূত কোন বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনার কারণে উদ্ভূত ক্ষতি হতে অন্য পক্ষকে নিরাপত্তা প্রদান
৭. গর্ভনেন্স মডেল (মেয়াদি রিপোর্টিং এবং পরিষেবা পর্যবেক্ষণসহ)
৮. রেকর্ড রাখা ও নিরীক্ষা
৯. দাবি প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
১০. বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া
১১. পারিশ্রমিক/কমিশন কাঠামো
১২. চুক্তি সমাপ্তির ব্যবস্থা (এবং উভয়পক্ষের অব্যাহত দায়িত্ব)
১৩. ফোর্স ম্যাজিওর (Force Majeure)
১৪. আইন, প্রবিধান এবং নির্দেশিকার যথাযথ পরিপালন